অক্টোবর ২০১০

তথ্যের অধিকার

নাগরিক বার্তাবহ

মাসতুতো কড়চা

কেন্দ্রীয় মুখ্য তথ্য কমিশনার হলেন এ এন তিওয়ারি। ৩০ সেপ্টেম্বর ২০১০-এ ওয়াজাত হাবিবুল্লাহ অবসর নেওয়ার পর তিনি এই পদে শপথ নিলেন। এর আগে তিনি তথ্য কমিশনার হিসেবে কাজ করছিলেন। ১৯৬৯ সালের এই আইএএস অফিসার অবশ্য বেশিদিন মুখ্য তথ্য কমিশনার হিসেবে কাজ করতে পারবেন না। কারণ আগামী ১৯ নভেম্বর ২০১০-এ তার কার্যকালের মেয়াদ ফুরোবে। কমিশনার হিসেবে মনোনীত হওয়ার আগে তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের পার্সোনেল ও ট্রেনিং বিভাগের সচিব ছিলেন। কমিশনার হিসেবে তিনি রাজনৈতিক দলগুলির আয়করের তথ্য প্রকাশের আদেশ দিয়েছিলেন। যদিও তাঁর নিয়োগ তথ্যের অধিকার নিয়ে কর্মরত স্বেচ্ছাসেবীদের খুব একটা মনঃপুত হয়নি। তথ্যের অধিকার কর্মী ও ম্যাগস্যাসে পুরস্কার বিজেতা অরবিন্দ কেজরিওয়াল এ প্রসঙ্গে বলেছেন, এটা খুবই দুর্ভাগ্যজনক কারণ ১১৫ কোটির দেশে অবসরপ্রাপ্ত সরকারি আধিকারিক ছাড়া সরকার অন্য কাউকে এ পদের যোগ্য বলে মনে করছে না। এ দাবি বহুদিনের। দেখা যাচ্ছে, কেন্দ্র ও রাজ্যের সব কমিশনে এখন অব্দি কেবল অবসরপ্রাপ্ত আধিকারিকরাই রয়েছেন। ফলত আইনটি যতটা প্রসার লাভ করার কথা ততটা প্রসার পায়নি। কারণ, একসময় যেসব কর্মীর সঙ্গে তাঁরা কাজ করে এসেছেন তাঁদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে তাঁরা যথেষ্ট গাফিলতির পরিচয় দিয়েছেন। নি. প্র.

উলুখাগড়ার...!

রাজ্যের শাসক ও বিরোধী দলের পদে পদে বিরোধ ও অসহযোগিতা সাধারণ মানুষের বহু সমস্যার সৃষ্টি করছে। এর আগে একবার রাজ্য মুখ্য তথ্য কমিশনার নিয়োগ হওয়ার পর তা রাজ্যপালের হস্তক্ষেপে পুনর্বিবেচনার জন্য সরকারের কাছে ফিরেও গেছে। রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে মুখ্যমন্ত্রী, অন্য একজন ক্যাবিনেট মন্ত্রী ও বিরোধী দলনেতা মিলে মুখ্য ও অন্য তথ্য কমিশনার নিয়োগের কথা। ৫ আগস্ট ২০১০ অরুণ ভট্টাচার্য অবসর নেওয়ার পর, সেই শূন্য পদে নিয়োগ করা হয় সুমিত সরকারকে। নতুন তথ্য কমিশনার হিসেবে নিয়োগ করা হয় এফ কোশিকে। নিয়োগ বিষয়ক এই সভায় মুখ্যমন্ত্রী ও অর্থমন্ত্রী থাকলেও, দলনেত্রীর অসহযোগিতার লাইন ধরে পার্থবাবু যাননি। পরবর্তীতে তিনি রাজ্যপালের কাছে অভিযোগ জানান, যে এই নিয়োগ আইনসম্মত নয়, কারণ তিনি মিটিংয়ের চিঠি মিটিং-এর দিন সকালে পেয়েছিলেন। তবে তিনি সংবাদপত্রের প্রতিনিধিকে জানিয়েছেন, যেহেতু এই সরকার আর বেশিদিন ক্ষমতায় থাকতে পারবে না তাই তাদের উচিত নয় তথ্য কমিশনার নিয়োগ করা। রাজ্যপাল সরকারকে অন্য একদিন সভা করে পার্থবাবুকে ডেকে তথ্য কমিশনার নিয়োগ করার প্রস্তাব দেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে ১ অক্টোবর ২০১০ বিধানসভায় সভা ডাকা হয়। কিন্তু বিরোধী নেতা যথারীতি গরহাজির থাকেন। তবে সভাটি অনুষ্ঠিত হয়— নাম প্রস্তাবিত হয় —তবে এবার দেখার রাজ্যপাল এই সিদ্ধান্তে তাঁর মত দেন কিনা। অন্যদিকে, রাজনৈতিক কাজিয়ায় সাধারণ মানুষের যেটুকু সুবিধা হচ্ছিল তথ্য কমিশনের জন্য তাও এখন আপাতত শিকেয়। নি. প্র.

রায় বাহাদুর !

তথ্য কমিশন সম্প্রতি একটি উল্লেখযোগ্য রায় দিয়েছে। যেসব নাগরিক সরকারি অফিসে তথ্য চেয়ে পাচ্ছেন না তাঁদের জন্য এই রায় বেশ কার্যকারী হতে পারে। সরস্বতী রানকা ১ জুন ২০০৯-এ স্থানীয় জীবনবীমা দফতরে আবেদন করেছিলেন। জানতে চাওয়া হয়েছিল, তার মৃত স্বামীর বীমার বিস্তারিত। কিন্তু তাঁকে বেশিরভাগ তথ্য দেওয়া হয়নি। স্বাভাবিকভাবে জীবনবীমার টাকা না পাওয়ায় তাঁর জীবনধারণ বেশ মুশকিল হয়ে পড়ে। পরবর্তীতে তিনি আইন অনুযায়ী প্রথম আপিল ও তথ্য কমিশনে দ্বিতীয় আপিল করেন। কমিশন দ্বিতীয় আপিলের শুনানিতে রায় দেয় জীবনবীমা নিগমকে প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে শ্রীমতী রানকার হয়রানির কারণে তাকে ১ লাখ টাকা ক্ষতিপূরণও দিতে হবে।

টাইমস অফ ইন্ডিয়া

বিরোধিতার অধিকার

'তথ্য কমিশনার নিয়োগ বৈঠকে না-ও যেতে পারেন পার্থ' (আনন্দবাজার পত্রিকা ২৬ সেপ্টেম্বর ২০১০) শিরোনামে সংবাদটি যথেষ্ট বিস্ময়কর। বিরোধী দলনেতা সেখানে বলেছেন

‘সরকার এ নিয়ে বড় তাড়াহুড়ো করছে। আর ক-মাস পরেই তো নতুন সরকার আসবে। এই সরকারের উচিত বিষয়টি তাঁদের হাতে সঁপে দেওয়া।’ বিরোধী নেতার এহেন উক্তিতে আইনটি তার পদ্ধতি এবং বাস্তব প্রয়োগ সম্পর্কে তাঁর অজ্ঞানতার কথাই প্রকাশ হয়ে পড়ে।

বিরোধী দলনেতার জানা উচিত, আইন তাঁকে কমিশনার নিয়োগ করার দায়িত্ব দিয়েছে (ধারা ১৫-৩), বামফ্রন্ট সরকার নয়। উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, প্রথম মুখ্য তথ্য কমিশনার নিয়োগের সভায় বিরোধী দলনেতা পঙ্কজ বন্দ্যোপাধ্যায় উপস্থিত ছিলেন।

আইনটির মূল স্পিরিট হল দ্রুত বেশিরভাগ সরকারি তথ্য জনসমক্ষে প্রকাশ। এতে সরকারের দায়বদ্ধতা, স্বচ্ছতা, সংবেদনশীলতা বাড়বে। ফলে নাগরিকের সরকারে অংশগ্রহণ বাড়বে। দুর্নীতিমুক্ত ও উন্মুক্ত প্রশাসন তৈরি হবে। ভারতের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা শক্তিশালী হবে। কিন্তু রাজ্য সরকার প্রথম থেকেই এই আইন প্রয়োগে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে। আইনটির কোনোরকম প্রচারের ব্যবস্থা করা হয়নি, এমনকি যাঁরা তথ্য দেবেন তাঁদেরও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা প্রায় করেননি বললেই চলে। উদাহরণ হল, রাজ্য পঞ্চায়েত ব্যবস্থা। যেখানে সাধারণ মানুষ সরাসরি তাঁদের দাবিদাওয়ার নিষ্পত্তির জন্য যায়। এ রাজ্যে ৩৩৫৪ টি গ্রাম পঞ্চায়েত, ৩৪১টি পঞ্চায়েত সমিতি, ১৭টি জেলা পরিষদ ও ১টি মহকুমা পরিষদ রয়েছে। তথ্যের অধিকার বিষয়ে মোটামুটি ৩ জন করে সরাসরি দায়িত্বে রয়েছেন প্রত্যেকটি পঞ্চায়েত দফতরে। অর্থাৎ প্রায় ১১ হাজার কর্মীর প্রশিক্ষণের দরকার। কিন্তু এঁদের মাত্র কয়েক জনের জন্য দায়সারাভাবে এক থেকে দেড় ঘণ্টার ‘ক্লাস’ নেওয়া হয়েছে।

পাঞ্জাবের রাজ্য তথ্য কমিশন পশ্চিমবঙ্গের তথ্য কমিশনের সমসাময়িক। কিন্তু সেখানে প্রতি লাখ জনসংখ্যার মধ্যে ২০ জন তথ্যের অধিকার আবেদন করেছে। সেই জায়গায় পশ্চিমবঙ্গে আবেদন করেছে মাত্র ১ জন (RAAG ও MCPRI Report ২০০৯)। এমতাবস্থায় বিরোধী দলনেতার ‘সরকার তাড়াহুড়ো করছে’- উক্তিটি তথ্য পাওয়ার পদ্ধতিকেই আরো সংকুচিত করবে। ধরা যাক কমাস পরে বিরোধীরা ক্ষমতায় এলেন এবং তখনকার বিরোধীরা একই কাজ করলেন। তাতে অচলাবস্থা বাড়বে বই কমবে না। এতে পরবর্তী সরকার গণতন্ত্রের কবর খোঁড়ার দায়ে অভিযুক্ত ও দোষী হবেন।

তৃতীয়ত, তথ্যের অধিকার প্রয়োগে পশ্চিমবঙ্গ ১৭ তম স্থানে থাকলেও (ওই একই রিপোর্ট) এ বিষয়ে কাজ করতে গিয়ে দেখা গেছে সাধারণ মানুষের রুটিরুজি, জীবনজীবিকার ক্ষেত্রে এই আইন ম্যাজিকের মতো কাজ করেছে। এতে সাধারণ মা-মাটি-মানুষেরই উপকার হয়েছে। পার্থবাবুর ‘মা মাটি মানুষের’ মধ্যে যদি এঁরা পড়েন তবে এই আইনটিকে শক্তিশালী হাতিয়ার হিসেবে তাঁদের দল ব্যবহার করতেই পারেন। তাঁর কথা মতো ধরে নেওয়া যাক, সরকার পক্ষ তাদের সংখ্যাগরিষ্ঠতার সুযোগ নিয়ে ‘নিজেদের’ লোককে কমিশনার নিয়োগ করবে। তা হলেও বিরোধী দলনেতা নিয়োগ কমিটিতে জোরালোভাবে বক্তব্য রাখতে পারতেন, অন্য কোনো ব্যক্তির নাম প্রস্তাব করতে পারতেন, সংবাদ মাধ্যমে তাঁদের বক্তব্য তুলে ধরতে পারতেন—যার থেকে সাধারণ মানুষের কাছে এই সরকারের স্বরূপ আরো একবার উন্মোচিত হত। এটা তিনি করলেন না। এক্ষেত্রে তাঁদের ভূমিকা হয়ে গেল অনুপস্থিতের। মাননীয় বিরোধী দলনেতা, এটা নিশ্চয়ই আপনি জানেন অনুপস্থিতি গণতন্ত্রকে সংকুচিত করে। সব থেকে বিপজ্জনক হল, তিনি বলেছেন কয়েক মাস পরে পরবর্তী সরকার এলে তারা কমিশনার নিয়োগ করবে। পরিবর্তনের হাওয়ায় মনে হয় তাঁরাই রাজ্যের ক্ষমতা দখল করবেন। তাহলে কী সেসময় ‘পূর্বতন’ সরকারের মত স্বজনপোষণও করবেন। পরিবর্তন তাহলে কি কথার কথা হয়েই রয়ে যাবে!

নি প্র

তথ্যের অধিকার বিষয়ক পরামর্শের জন্য যোগাযোগ :
রাজ্য হেল্পলাইন ৯৪৩৩৮০১৬২২

ইমেল: rti@drcsc.org
বাংলা ওয়েবসাইট: www.drcsc.org/rti/rti.html

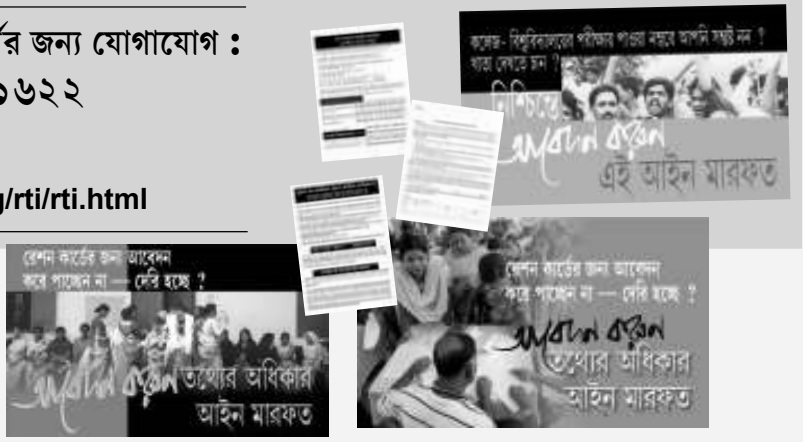

রূপ : অভিজিত দাস
হরফ : শিপ্রা দাস
সম্পাদক : সুব্রত কুন্ডু

ডেভলপমেন্ট রিসার্চ কমিউনিকেশন অ্যান্ড সার্ভিসেস সেন্টার ৫৮এ ধর্মতলা রোড বোসপুকুর, কসবা কলকাতা ৪২ থেকে সুব্রত কুন্ডু কর্তৃক মুদ্রিত ও জনস্বার্থে প্রকাশিত

অক্টোবর ২০১০

তথ্যের অধিকার

নাগরিক বার্তাবহ

মাসতুতো কড়চা

কেন্দ্রীয় মুখ্য তথ্য কমিশনার হলেন এ এন তিওয়ারি। ৩০ সেপ্টেম্বর ২০১০-এ ওয়াজাত হাবিবুল্লাহ অবসর নেওয়ার পর তিনি এই পদে শপথ নিলেন। এর আগে তিনি তথ্য কমিশনার হিসেবে কাজ করছিলেন। ১৯৬৯ সালের এই আইএএস অফিসার অবশ্য বেশিদিন মুখ্য তথ্য কমিশনার হিসেবে কাজ করতে পারবেন না। কারণ আগামী ১৯ নভেম্বর ২০১০-এ তার কার্যকালের মেয়াদ ফুরোবে। কমিশনার হিসেবে মনোনীত হওয়ার আগে তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের পার্সোনেল ও ট্রেনিং বিভাগের সচিব ছিলেন। কমিশনার হিসেবে তিনি রাজনৈতিক দলগুলির আয়করের তথ্য প্রকাশের আদেশ দিয়েছিলেন। যদিও তাঁর নিয়োগ তথ্যের অধিকার নিয়ে কর্মরত স্বেচ্ছাসেবীদের খুব একটা মনঃপুত হয়নি। তথ্যের অধিকার কর্মী ও ম্যাগস্যাসে পুরস্কার বিজেতা অরবিন্দ কেজরিওয়াল এ প্রসঙ্গে বলেছেন, এটা খুবই দুর্ভাগ্যজনক কারণ ১১৫ কোটির দেশে অবসরপ্রাপ্ত সরকারি আধিকারিক ছাড়া সরকার অন্য কাউকে এ পদের যোগ্য বলে মনে করছে না। এ দাবি বহুদিনের। দেখা যাচ্ছে, কেন্দ্র ও রাজ্যের সব কমিশনে এখন অব্দি কেবল অবসরপ্রাপ্ত আধিকারিকরাই রয়েছেন। ফলত আইনটি যতটা প্রসার লাভ করার কথা ততটা প্রসার পায়নি। কারণ, একসময় যেসব কর্মীর সঙ্গে তাঁরা কাজ করে এসেছেন তাঁদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে তাঁরা যথেষ্ট গাফিলতির পরিচয় দিয়েছেন। নি. প্র.

উলুখাগড়ার...!

রাজ্যের শাসক ও বিরোধী দলের পদে পদে বিরোধ ও অসহযোগিতা সাধারণ মানুষের বহু সমস্যার সৃষ্টি করছে। এর আগে একবার রাজ্য মুখ্য তথ্য কমিশনার নিয়োগ হওয়ার পর তা রাজ্যপালের হস্তক্ষেপে পুনর্বিবেচনার জন্য সরকারের কাছে ফিরেও গেছে। রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে মুখ্যমন্ত্রী, অন্য একজন ক্যাবিনেট মন্ত্রী ও বিরোধী দলনেতা মিলে মুখ্য ও অন্য তথ্য কমিশনার নিয়োগের কথা। ৫ আগস্ট ২০১০ অরুণ ভট্টাচার্য অবসর নেওয়ার পর, সেই শূন্য পদে নিয়োগ করা হয় সুমিত সরকারকে। নতুন তথ্য কমিশনার হিসেবে নিয়োগ করা হয় এফ কোশিকে। নিয়োগ বিষয়ক এই সভায় মুখ্যমন্ত্রী ও অর্থমন্ত্রী থাকলেও, দলনেত্রীর অসহযোগিতার লাইন ধরে পার্থবাবু যাননি। পরবর্তীতে তিনি রাজ্যপালের কাছে অভিযোগ জানান, যে এই নিয়োগ আইনসম্মত নয়, কারণ তিনি মিটিংয়ের চিঠি মিটিং-এর দিন সকালে পেয়েছিলেন। তবে তিনি সংবাদপত্রের প্রতিনিধিকে জানিয়েছেন, যেহেতু এই সরকার আর বেশিদিন ক্ষমতায় থাকতে পারবে না তাই তাদের উচিত নয় তথ্য কমিশনার নিয়োগ করা। রাজ্যপাল সরকারকে অন্য একদিন সভা করে পার্থবাবুকে ডেকে তথ্য কমিশনার নিয়োগ করার প্রস্তাব দেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে ১ অক্টোবর ২০১০ বিধানসভায় সভা ডাকা হয়। কিন্তু বিরোধী নেতা যথারীতি গরহাজির থাকেন। তবে সভাটি অনুষ্ঠিত হয়— নাম প্রস্তাবিত হয় —তবে এবার দেখার রাজ্যপাল এই সিদ্ধান্তে তাঁর মত দেন কিনা। অন্যদিকে, রাজনৈতিক কাজিয়ায় সাধারণ মানুষের যেটুকু সুবিধা হচ্ছিল তথ্য কমিশনের জন্য তাও এখন আপাতত শিকেয়। নি. প্র.

রায় বাহাদুর !

তথ্য কমিশন সম্প্রতি একটি উল্লেখযোগ্য রায় দিয়েছে। যেসব নাগরিক সরকারি অফিসে তথ্য চেয়ে পাচ্ছেন না তাঁদের জন্য এই রায় বেশ কার্যকারী হতে পারে। সরস্বতী রানকা ১ জুন ২০০৯-এ স্থানীয় জীবনবীমা দফতরে আবেদন করেছিলেন। জানতে চাওয়া হয়েছিল, তার মৃত স্বামীর বীমার বিস্তারিত। কিন্তু তাঁকে বেশিরভাগ তথ্য দেওয়া হয়নি। স্বাভাবিকভাবে জীবনবীমার টাকা না পাওয়ায় তাঁর জীবনধারণ বেশ মুশকিল হয়ে পড়ে। পরবর্তীতে তিনি আইন অনুযায়ী প্রথম আপিল ও তথ্য কমিশনে দ্বিতীয় আপিল করেন। কমিশন দ্বিতীয় আপিলের শুনানিতে রায় দেয় জীবনবীমা নিগমকে প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে শ্রীমতী রানকার হয়রানির কারণে তাকে ১ লাখ টাকা ক্ষতিপূরণও দিতে হবে।

টাইমস অফ ইন্ডিয়া

বিরোধিতার অধিকার

'তথ্য কমিশনার নিয়োগ বৈঠকে না-ও যেতে পারেন পার্থ' (আনন্দবাজার পত্রিকা ২৬ সেপ্টেম্বর ২০১০) শিরোনামে সংবাদটি যথেষ্ট বিস্ময়কর। বিরোধী দলনেতা সেখানে বলেছেন

‘সরকার এ নিয়ে বড় তাড়াহুড়ো করছে। আর ক-মাস পরেই তো নতুন সরকার আসবে। এই সরকারের উচিত বিষয়টি তাঁদের হাতে সঁপে দেওয়া।’ বিরোধী নেতার এহেন উক্তিতে আইনটি তার পদ্ধতি এবং বাস্তব প্রয়োগ সম্পর্কে তাঁর অজ্ঞানতার কথাই প্রকাশ হয়ে পড়ে।

বিরোধী দলনেতার জানা উচিত, আইন তাঁকে কমিশনার নিয়োগ করার দায়িত্ব দিয়েছে (ধারা ১৫-৩), বামফ্রন্ট সরকার নয়। উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, প্রথম মুখ্য তথ্য কমিশনার নিয়োগের সভায় বিরোধী দলনেতা পঙ্কজ বন্দ্যোপাধ্যায় উপস্থিত ছিলেন।

আইনটির মূল স্পিরিট হল দ্রুত বেশিরভাগ সরকারি তথ্য জনসমক্ষে প্রকাশ। এতে সরকারের দায়বদ্ধতা, স্বচ্ছতা, সংবেদনশীলতা বাড়বে। ফলে নাগরিকের সরকারে অংশগ্রহণ বাড়বে। দুর্নীতিমুক্ত ও উন্মুক্ত প্রশাসন তৈরি হবে। ভারতের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা শক্তিশালী হবে। কিন্তু রাজ্য সরকার প্রথম থেকেই এই আইন প্রয়োগে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে। আইনটির কোনোরকম প্রচারের ব্যবস্থা করা হয়নি, এমনকি যাঁরা তথ্য দেবেন তাঁদেরও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা প্রায় করেননি বললেই চলে। উদাহরণ হল, রাজ্য পঞ্চায়েত ব্যবস্থা। যেখানে সাধারণ মানুষ সরাসরি তাঁদের দাবিদাওয়ার নিষ্পত্তির জন্য যায়। এ রাজ্যে ৩৩৫৪ টি গ্রাম পঞ্চায়েত, ৩৪১টি পঞ্চায়েত সমিতি, ১৭টি জেলা পরিষদ ও ১টি মহকুমা পরিষদ রয়েছে। তথ্যের অধিকার বিষয়ে মোটামুটি ৩ জন করে সরাসরি দায়িত্বে রয়েছেন প্রত্যেকটি পঞ্চায়েত দফতরে। অর্থাৎ প্রায় ১১ হাজার কর্মীর প্রশিক্ষণের দরকার। কিন্তু এঁদের মাত্র কয়েক জনের জন্য দায়সারাভাবে এক থেকে দেড় ঘণ্টার ‘ক্লাস’ নেওয়া হয়েছে।

পাঞ্জাবের রাজ্য তথ্য কমিশন পশ্চিমবঙ্গের তথ্য কমিশনের সমসাময়িক। কিন্তু সেখানে প্রতি লাখ জনসংখ্যার মধ্যে ২০ জন তথ্যের অধিকার আবেদন করেছে। সেই জায়গায় পশ্চিমবঙ্গে আবেদন করেছে মাত্র ১ জন (RAAG ও MCPRI Report ২০০৯)। এমতাবস্থায় বিরোধী দলনেতার ‘সরকার তাড়াহুড়ো করছে’- উক্তিটি তথ্য পাওয়ার পদ্ধতিকেই আরো সংকুচিত করবে। ধরা যাক কমাস পরে বিরোধীরা ক্ষমতায় এলেন এবং তখনকার বিরোধীরা একই কাজ করলেন। তাতে অচলাবস্থা বাড়বে বই কমবে না। এতে পরবর্তী সরকার গণতন্ত্রের কবর খোঁড়ার দায়ে অভিযুক্ত ও দোষী হবেন।

তৃতীয়ত, তথ্যের অধিকার প্রয়োগে পশ্চিমবঙ্গ ১৭ তম স্থানে থাকলেও (ওই একই রিপোর্ট) এ বিষয়ে কাজ করতে গিয়ে দেখা গেছে সাধারণ মানুষের রুটিরুজি, জীবনজীবিকার ক্ষেত্রে এই আইন ম্যাজিকের মতো কাজ করেছে। এতে সাধারণ মা-মাটি-মানুষেরই উপকার হয়েছে। পার্থবাবুর ‘মা মাটি মানুষের’ মধ্যে যদি এঁরা পড়েন তবে এই আইনটিকে শক্তিশালী হাতিয়ার হিসেবে তাঁদের দল ব্যবহার করতেই পারেন। তাঁর কথা মতো ধরে নেওয়া যাক, সরকার পক্ষ তাদের সংখ্যাগরিষ্ঠতার সুযোগ নিয়ে ‘নিজেদের’ লোককে কমিশনার নিয়োগ করবে। তা হলেও বিরোধী দলনেতা নিয়োগ কমিটিতে জোরালোভাবে বক্তব্য রাখতে পারতেন, অন্য কোনো ব্যক্তির নাম প্রস্তাব করতে পারতেন, সংবাদ মাধ্যমে তাঁদের বক্তব্য তুলে ধরতে পারতেন—যার থেকে সাধারণ মানুষের কাছে এই সরকারের স্বরূপ আরো একবার উন্মোচিত হত। এটা তিনি করলেন না। এক্ষেত্রে তাঁদের ভূমিকা হয়ে গেল অনুপস্থিতের। মাননীয় বিরোধী দলনেতা, এটা নিশ্চয়ই আপনি জানেন অনুপস্থিতি গণতন্ত্রকে সংকুচিত করে। সব থেকে বিপজ্জনক হল, তিনি বলেছেন কয়েক মাস পরে পরবর্তী সরকার এলে তারা কমিশনার নিয়োগ করবে। পরিবর্তনের হাওয়ায় মনে হয় তাঁরাই রাজ্যের ক্ষমতা দখল করবেন। তাহলে কী সেসময় ‘পূর্বতন’ সরকারের মত স্বজনপোষণও করবেন। পরিবর্তন তাহলে কি কথার কথা হয়েই রয়ে যাবে!

নি প্র

তথ্যের অধিকার বিষয়ক পরামর্শের জন্য যোগাযোগ :
রাজ্য হেল্পলাইন ৯৪৩৩৮০১৬২২

ইমেল: rti@drcsc.org
বাংলা ওয়েবসাইট: www.drcsc.org/rti/rti.html

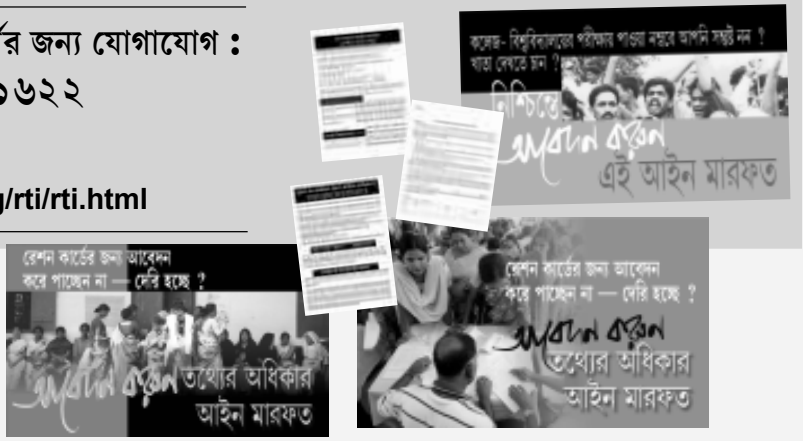

রূপ : অভিজিত দাস
হরফ : শিপ্রা দাস
সম্পাদক : সুব্রত কুন্ডু

ডেভলপমেন্ট রিসার্চ কমিউনিকেশন অ্যান্ড সার্ভিসেস সেন্টার ৫৮এ ধর্মতলা রোড বোসপুকুর, কসবা কলকাতা ৪২ থেকে সুব্রত কুন্ডু কর্তৃক মুদ্রিত ও জনস্বার্থে প্রকাশিত